গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী খাল ও
জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প, বাপাউবো
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২১ - ৩০ শে জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলী	
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প পরিচালক "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" বাপাউবো, ঢাকার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Overview of the Performance of the Project Director "Re-excavation of Small River, Khal & Water Bodies in 64 Districts (phase-I)" and Superintending Engineer, Food for Works, Bangladesh Water Development Board, Dhaka).

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জন ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

মাননীয় **প্রধানমন্ত্রীর** প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা গত ০৪-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক (EC-NEC) অনুমোদন করেছে। আলোচ্য "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০" বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প তালিকার Capital CC 1.43: Revitalization of khals of all over the country এর প্রথম প্রকল্প। আলোচ্য প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০" এর লক্ষ্য-৪ এর অন্তর্গত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। মাননীয় **প্রধানমন্ত্রীর** নির্দেশনায় "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং বর্নিত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় খাল, জলাশয় ও ছোট নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি, পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষনের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত অঙ্গসমূহ পুনঃখনন করার নিমিত্ত আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

"বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০" এর প্রথম প্রকল্প হিসেবে "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পূনঃ খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৭-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক (EC-NEC) সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৭১১৩.৬৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২১ পর্যন্ত।

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশের ৩৭৫টি উপজেলা ও ২টি সিটি করপোরেশনে ৫১১ টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের মোট ৪৪৩৮.৫৭৮ কিমি পুন:খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পুন:খনন কাজ বাপাউবো এর মাঠ পর্যায়ের ৭০টি বিভাগীয় দপ্তরের অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের জন্য মোট ৬৩০ টি প্যাকেজের কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে। বর্তমানে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭০.০০%। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি; ১৫০০০ হেক্টর জমিতে মৎস্য চাষ; ২৫০০০ হেক্টর এলাকায় জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, ৩.৬৫ লক্ষ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ; ৪১০০ কিঃমিঃ রাস্তা/যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ১৮০০ কিমিঃ নৌ চলাচলের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং ৫.২০ লক্ষ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা ঝুঁকি কমিয়ে আনা। জুন, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পে ২৯৮৮ কিমিঃ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরন এবং ৫০০ কিলোমিটার বনায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জঃ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এই তিনটি বৃহৎ নদী প্রণালীর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১ বিলিয়ন টন পলি বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এ সমস্ত রিভার সিস্টেমের মাধ্যমে পলি ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন শাখা ও উপ শাখায়। ফলে নদী ও খালসমূহ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে নদীর নাব্যতা, কমে যাচ্ছে সেচ প্রদানের জন্য পানির প্রাপ্যতা। কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষকগণ ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং আর্সেনিকের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে জলাবদ্ধতার কারনে ফসলহানি এবং খাল, জলাশয়, ছোট নদী ভরাটের ফলে জীব-বৈচিত্র ও পরিবেশের উপর ব্যাপক ঋনাত্বক/বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গসমূহ (ছোট নদী /খাল/জলাশয়) দীর্ঘদিন পুনঃখনন না করায় ও বাপাউবোর হুকুম দখলীকৃত জমি না থাকার কারণে স্থানীয় লোকজন দখল করায় অনেক স্থানে খনন কাজ ব্যাহত, খননকৃত/উত্তোলিত মাটি (Spoil earth) রাখায় বিঘ্ন সৃষ্টি এবং ছোট নদী/খালের পাড়ে অবৈধভাবে ঘর-বাড়ী, দোকানপাট নির্মাণ ও বৃক্ষরোপন করায় অনেক স্থানে কাজ বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে SDG ৬ (Water SDG) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে (SDG ১৩) ভারসাম্যহীন পরিবেশ মোকাবেলার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রাণালয় হতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তথ্য/উপাত্ত প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে পরামর্শ করে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বৎসর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ৫৩০৮ টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের মধ্যে "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মাত্র ৫১১ টি ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় অর্থাৎ শতকরা আনুমানিক ১০ ভাগ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবিত "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক ২৩১৫ টি ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃ খনন এর প্রস্তাব করা হয়েছে, গত ০২/০২/২০২০ তারিখে বর্নিত ডিপিপি'র উপর পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৯/০১/২০২১ তারিখে বন বিভাগের মতামত গ্রহন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। অবশিষ্ট ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ও পর্যায়ক্রমে পুনঃখনন করা হবে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- ১৪৫০ কিমিঃ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরন এবং ১৫০০ কিলোমিটার বনায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প, বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের .....২৪.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলিঃ

১.১ **রূপকল্প (Vision):** জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা

১.২ **অভিলক্ষ্য (Mission):** ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগনের পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কৌশলগত উদেশ্যসমূহ

১. নদী নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
২. সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন
৩. হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন
৪. পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

১. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গনরোধ এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২. বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন সম্পর্কিত কার্যক্রম;

৩. নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিত গবেষণা এবং হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৫. খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

৬. ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ক কার্যাবলি;

৭. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলি; এবং

৮. নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গনরোধের লক্ষ্যে নদী ড্রেজিং।

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] পানি সম্পদ খাতে সরকারের বিবিধ নীতি নির্ধারণী কার্যকৌশল ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ;		[১.১] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[১.১.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	সমষ্টি	কিঃমিঃ				৬০০.০০	৫৪০.০০	৪৮০.০০	৪২০.০০	৩৬০.০০		
		[১.২] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.২.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	সমষ্টি	কিঃমিঃ				৪০০.০০	৩৬০.০০	৩২০.০০	২৮০.০০	২৪০.০০		

*সাময়িক (২০২০-২১ অর্থ-বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রস্তাবনার আলোকে)

আমি, রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, প্রকল্প পরিচালক,"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুন:খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)", বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর নিকট অঙ্গীকার করছি, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি হিসাবে রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, প্রকল্প পরিচালক,"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুন:খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)", বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রকল্প পরিচালক,"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুন:খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, বাপাউবো কে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

Ashaqueddula

প্রকল্প পরিচালক,
"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল
এবং জলাশয় পুন:খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)",
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

28/৬/2022
তারিখ

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
তারিখ

28/৬/2022
তারিখ

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

বাংলা

সংক্ষিপ্তরুপ	পূর্ণাঙ্গরুপ
পাসম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়ারপো	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
নগই	নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট
জেআরসি	যৌথ নদী কমিশন
বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পওর বিভাগ/ সার্কেল	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ/ সার্কেল

ইংরেজি

সংক্ষিপ্তরুপ	পূর্ণাঙ্গরুপ
MoWR	Ministry of Water Resources
BWDB	Bangladesh Water Development Board
WARPO	Water Resources Planning Organization
DBHWD	Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development
RRI	River Research Institute
JRC	Joint Rivers Commission, Bangladesh
ADP	Annual Development Program
RADP	Revised Annual Development Program
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
SDG	Sustainable Development Goal
O&M Division/ Circle	Operation & Maintenance Division/ Circle
WD Division	Water Development Division

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.১.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)= ৬০০.০০ কিঃমিঃ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
	[১.২] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	১.২.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য ১) ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)= ৪০০.০০ কিঃমিঃ	ঐ